কম্পিউটার কথকতা

মোস্তাফা জব্বার

তাম্রলিপি

কম্পিউটার কথকতা
মোস্তাফা জব্বার

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৫৩

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
সোমা প্রিন্টিং প্রেস
৩১ নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৬০০.০০

Computer Kothokota
By : Mustafa Jabbar
First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka–1100

Price : 600.00 $20

ISBN : 978-984-98430-5-4

উৎসর্গ

আমার নানাকে
যার কাঁধে চড়ে আমার শৈশব শুরু হয়েছে

দিকনির্দেশনাহীন নেতৃত্ব ও লক্ষ্যহীন কর্মকাণ্ডে পুরো খাতটিই স্থবির হয়ে আছে

কম্পিউটার নিয়ে আমার লেখালেখি ১৯৮৭ সাল থেকে। নিজের সম্পাদিত পত্রিকা আনন্দপত্র ও ঢাকার চিঠি ছাড়াও দেশের সব কম্পিউটার বিষয়ক পত্রিকা এবং দৈনিক পত্রিকাসমূহের কম্পিউটার বিষয়ক প্রকাশনায় অবিরাম লিখে চলেছি আমি। কোনো কোনো পত্রিকায় আমার শতাধিক লেখা ছাপা হয়েছে। কোনো কোনো পত্রিকায় প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই আমি লিখে চলেছি। যদিও কম্পিউটারে বাংলা ভাষা আমার একটি প্রিয় বিষয়, তবুও সাধারণ মানুষের হাতে কম্পিউটারকে পৌঁছে দেয়ার জন্যও আমার লেখালেখি অব্যাহত রয়েছে। এসব লেখার বিষয়বস্তুগত রূপ দুই প্রকারের।

ক) কোনো কোনো লেখার প্রয়োজনীয়তা সমসাময়িক। এসব লেখা তাৎক্ষণিকভাবে পাঠ করার জন্য।

খ) সময়োত্তীর্ণ কিছু লেখা সব সময়েই পাঠ করা যায়।

যদি কখনো রচনাসমগ্র প্রকাশ করা হয় তবে হয়তো সব লেখাই গ্রথিত করার প্রয়োজন হবে। অন্যথায় সময়োত্তীর্ণ লেখাগুলোই প্রাসঙ্গিক হিসেবে বেঁচে থাকবে।

২০০৫ সালের বইমেলায় 'কম্পিউটার কথকতা' শিরোনামে আমি সমসাময়িক কিছু লেখার সাথে সময়োত্তীর্ণ কিছু লেখাকে সংকলিত করেছি। তবে এতে কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রয়োগবিষয়ক নিবন্ধসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই প্রবন্ধগুলোকে 'ডিজিটাল বাংলা' নামে একটি ভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত করা হয়েছে। এই বইতে আমার অন্যতম প্রিয় প্রসঙ্গ 'মাল্টিমিডিয়া'বিষয়ক রচনাবলিও ঠাঁই পায়নি। এই বিষয়ক নিবন্ধগুলো আমি আলাদাভাবে সংকলিত করতে শুরু করেছি। ধারণা করছি অচিরেই সেগুলো বই আকারে প্রকাশিত হবে।

কেউ যদি বইটির সূচিপত্র দেখেন তবে এতে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়গুলো পাবেন। যদিও এতে তথ্যপ্রযুক্তিই প্রধান উপজীব্য বিষয় করা হয়েছে,

তথাপি আমাদের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ও শিক্ষা ব্যবস্থার ঝলক এতে দেখা যাবে।

তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রচলিত ধারার সাথে আমি অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিমত পোষণ করি। আমাদের দেশের তথ্যপ্রযুক্তির সাথে জড়িত শিক্ষাবিদগণ যেভাবে তথ্যপ্রযুক্তিকে দেখেন তাতেও আমি হতাশ। এদের অনেকেই তথ্যপ্রযুক্তিকে ষাটের দশক থেকে বের করে আনতে পারছে না।

আমি চেষ্টা করেছি আমার নিজস্ব ভাবনা অনুযায়ী বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করতে। অনেক সময়েই আমি কঠোর ভাষায় অনেক কিছুর সমালোচনা করেছি। আমি মনে করি, সেটি যথার্থ।

বইটির জন্য নিবন্ধ বাছাই করার কাজটি খুব তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছে বলে অনেক ভালো ও প্রয়োজনীয় নিবন্ধও হয়তো বাদ পড়ে থাকতে পারে।

এই বইতে প্রকাশিত নিবন্ধনগুলোতে প্রকাশিত মতামত আমার ব্যক্তিগত। এসব মতামতের সম্পূর্ণ দায় আমার। এর সাথে যে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। তবে আমার জানা মতে এই গ্রন্থে কোনো ভুল তথ্য নেই। তবুও যদি কেউ কোনো তথ্যের ক্ষেত্রে ভুল পেয়ে যান তবে আমাকে অবশ্যই জানাবেন।

আমি আমার নিবন্ধগুলোতে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করেছি। তবে কোনো কোনো সময়ে নয়, সব সময়ই বক্তব্যে বলিষ্ঠতা রাখারও চেষ্টা করেছি। বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমার আশপাশের মানুষেরা ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছেন। আমি বিশেষভাবে এ দেশের সংবাদমাধ্যমগুলোর কাছে ঋণী যে তারা আমাকে স্বাধীনভাবে আমার মত প্রকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়েছেন।

মোস্তাফা জব্বার

১৪-০২-০৫

২০২৩ সালের ভূমিকা

দেশে কম্পিউটারের অভিযাত্রা শুরু হয় ১৯৬৪ সালে। এর মাত্র পাঁচ বছর পর ১৯৬৯ সালে বিশ্বে সূচিত হয় তৃতীয় শিল্প বিপ্লব বা ইন্টারনেট শিল্প বিপ্লবের। সদ্য স্বাধীন দেশটিতে যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তাঁর মাত্র তিন বছর ৭ মাস শাসনামলে তৃতীয় শিল্প বিপ্লবে শরিক হওয়ার পথনকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কর্তৃক টিঅ্যান্ডটি বোর্ড গঠন, ১৯৭৩ সালে আইটিইউ ও ইউপিইউর সদস্যপদ অর্জন, ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ ভূকেন্দ্র স্থাপন, ড কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন এবং প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণসহ বেশকিছু যুগান্তকারী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন। পঁচাত্তর থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সরকারের দূরদর্শিতার অভাবে তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু গৃহীত উদ্যোগে এগিয়ে নেওয়া তো দূরের কথা তৎকালীন সরকারগুলো কম্পিউটার প্রযুক্তি বিকাশে সামান্যতম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি। এমনকি ১৯৯২ সালে বিনামূল্যে সাবমেরিন কেবল সংযোগ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করা হয় তথ্য পাচার হয়ে যাবে এ অজুহাতে। তা সত্ত্বেও বেসরকারি উদ্যোগে কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের পর দেশে কম্পিউটার ব্যবহারের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। দেশে পত্রিকাসহ প্রিন্টিং শিল্পে নবযুগের সূচনা হয়–শতাব্দী প্রাচীন সিসার হরফ বিলুপ্ত হয়ে কম্পিউটার সেই জায়গা দখল করে নেয়। কিন্তু এই শিল্পের বাইরে কম্পিউটার সাধারণের নাগালে পৌঁছানোর কাজটি ছিল আরো কঠিন। কম্পিউটার সাধারণের নাগালে পৌঁছাতে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির ঐতিহাসিক ভূমিকা, তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশে জেআরসি কমিটির অবদান, কম্পিউটারকে শুল্কমুক্ত আন্দোলন, ভিওআইপি বৈধ করা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সফটওয়্যার শিল্প বিকাশ, রপ্তানি ইত্যাদি আন্দোলন ও নীতিনির্ধারণী বিষয়ে অংশগ্রহণসহ কম্পিউটার বিষয়ের ভালো-মন্দ নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত আমার ১৮ বছরের রচনাবলি থেকে বাছাই করা

সেরা লেখাগুলো সংকলিত হয়েছে গ্রন্থাকারে কম্পিউটার কথকতা বইটিতে। কম্পিউটার প্রযুক্তি বিকাশের পথযাত্রায় বিসিএস ও বেসিসসহ ট্রেডবডি ও সরকারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকার বিশ্লেষণ নিয়ে পত্রপত্রিকায় নিবন্ধ লেখালেখি, সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির গোড়ার কথা তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে কম্পিউটার কথকতায়। সংকলিত নিবন্ধে উঠে এসেছে সমকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা। দেশে কম্পিউটার বিকাশের অগ্রযাত্রায় সরকার, ট্রেডবডির বাইরেও সমকালীন ভাবনা, ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে পরামর্শ ও এর বাস্তবায়নের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বইটির নির্বাচিত নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে ইন্টারনেটসহ সফটওয়্যার শিল্প খাতের এ উপমহাদেশের আইকন দেওয়াং মেহেতার ভূমিকা, কম্পিউটার প্রযুক্তিতে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর ইত্যাদি প্রসঙ্গ। বাদ যায়নি একবিংশ শতাব্দীর ডিজিটাল বাংলাদেশ কেমন হবে এবং কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ক কালোত্তীর্ণ ভাবনা ও পরামর্শ। ২০২৩ সালের বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে ২০০২ থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত এই নিবন্ধনগুলো মিলিয়ে দেখলে আমি নিশ্চিত বলতে পারি, তার সবই আজ বাস্তবতার দ্বারপ্রান্তে। আমার বিশ্বাস আজকের প্রজন্মের জন্য কম্পিউটার কথকতা কম্পিউটার বিকাশের ইতিহাস হিসেবে কম্পিউটার মাইলফলক ভূমিকা পালন করবে এবং এটাই ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশে আমার ৩৬ বছরের কাজের সার্থকতা। বহু বছর পর বইটির নতুন মুদ্রণ প্রকাশিত হলো। এই জন্য হাসনাত মোবারককে ধন্যবাদ।

মোস্তাফা জব্বার
৩ আগস্ট ২০২৩

সূচিপত্র

শাহ কিবরিয়ার কাছে আমাদের কিছু ঋণ আছে	১৩
অমর কিবরিয়া এবং তার দূরদর্শিতা	২২
বাংলা ভাষা ও একুশে ফেব্রুয়ারি	২৮
প্লাবন ও স্প্লিন্টারে শুদ্ধ তথ্যপ্রযুক্তি	৩৪
বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০৪ : সাদা চোখে দেখা	৩৯
পোস্টমর্টেম : বেসিস সফটএক্সপো-০৪	৫৩
কপিরাইট আইন : প্রথম এসিড টেস্ট সফলতার সাথে সমাপ্ত	৬১
ব্যবসায়ীদের প্রণীত আইসিটি নীতিমালার সুপারিশ অনুমোদিত	৭০
এক বছর কম সময় নয়	৮১
আইসিটিতে অর্থায়নের উপায় কী?	৮৪
তথ্যপ্রযুক্তি : দুই বছরে যা হয়নি তিন বছরে কি তা হবে?	৯১
রাষ্ট্রভাষা উর্দু চাই	১০৬
একুশে আগস্ট এবং বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি	১১২
স্বাগত পাঁচ	১১৮
সফটওয়্যার শিল্প ও তার দিনকাল	১২৯
মানসম্মত প্রশিক্ষণ–দায়িত্ব কার?	১৩৫
তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা	১৪১
বাংলা ভাষার কোটি কোটি টাকার তথ্যপ্রযুক্তি বাজার	১৪৯
কাদের ভাই জানিয়ে গেলেন, আমাদেরও সময় হয়েছে	১৫৭
ব্যবসায়ীদের মূর্খ ভেবে আইটিকে কতদূর নেয়া যাবে?	১৬২
দক্ষিণ এশিয়ার তথ্যপ্রযুক্তির যুবরাজ দেওয়াং মেহতা	১৭০
লাওস অভিজ্ঞতা ॥ আইসিটিতে মাতৃভাষার বিকল্প নেই	১৭৩
একজন কুসুমের যন্ত্রণা	১৭৯
ইন্টারনেটের নামে প্রতারণা চলতে দেয়া উচিত নয়	১৮৫
‘ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল’	১৯১
রাজনৈতিক সংস্কার এবং একুশ শতকের সরকার	১৯৪
গ্রামবাংলায় ইন্টারনেট কবে যাবে?	১৯৬

শাহ কিবরিয়ার কাছে আমাদের কিছু ঋণ আছে

আমাদের সকলেরই কোথাও না কোথাও, কোনো না কোনোভাবে, কারো না কারো কাছে, কিছু না কিছু ঋণ থেকে যায়। আমাদের মায়ের কাছে ঋণ থাকে। বাবার কাছে, দাদা-দাদি, নানা-নানি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এমন অনেকের কাছেই ঋণ থাকে। ঋণ থাকে মাতৃভাষার কাছে, মাতৃভূমির কাছে। আমরা কেউ কেউ এসব ঋণের কথা স্মরণ করি। কেউ করি না। আবার কোনো কোনো সময় কোনো কোনো মানুষের কাছে পুরো দেশের বা জাতির ঋণ থাকে। সেই সব ঋণও কেউ কেউ স্মরণ করি, কেউ কেউ তা বিকৃত করি। বাংলাদেশে যার যে সম্মান প্রাপ্য তা দেবার ক্ষেত্রে কুণ্ঠা আছে, ষড়যন্ত্র আছে, মিথ্যাচার আছে। সেজন্যই ভয় আছে যে আমরা একদিন অমর কিবরিয়ার অবদানের কথাও ভুলে যাব। লেখক হুমায়ূন আহমেদ যথার্থই বলেছেন, বাঙালির স্মৃতিশক্তি গোল্ডফিশের মতো। গোল্ডফিশ নাকি যেখান থেকে তার চক্কর শুরু করে, চক্করের শেষ প্রান্তে যেতে যেতে সেটিও মনে রাখতে পারে না। বাঙালি সেভাবেই একাত্তরে তার যে চক্কর শুরু করেছিল, তার প্রায় সবই এখন ভুলে গেছে। সেই সময়ে কিবরিয়ার মতো যারা জীবন বাজি রেখে এই দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন তারা তো এখন বিস্মৃতির আড়ালে হারাতে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও আমরা যারা ইচ্ছে করলেই গোল্ডফিশ হতে পারি না, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, ইতিহাসের পাতাটিকে অন্তত রেকর্ড রক্ষার সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা।

গত ২৭ জানুয়ারি ২০০৫, হবিগঞ্জে গ্রেনেডের আঘাতে নিহত সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য এটি আমার তেমনি একটি প্রয়াস।

কিবরিয়া হচ্ছেন তেমন একজন মানুষ, যার কাছে এই জাতির, এই দেশের মানুষের অনেক ঋণ আছে। এ দেশের রাজনীতিক-অর্থনীতিক ও

সাধারণ মানুষ তার অবিস্মরণীয় মেধা, কূটনীতিক হিসেবে তার দায়িত্ব পালন, অর্থমন্ত্রী হিসেবে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নতকরণ, মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান এবং জাতীয় জীবনের অন্যান্য দিক নিয়ে প্রয়াত কিবরিয়া সাহেবের সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ে কথা বলছেন। যদিও এরই মাঝে কোনো কোনো রাজনৈতিক মহল এসব নিয়ে ব্যঙ্গ করছে এবং কিবরিয়ার পরিবার প্রকৃত অর্থেই একটি 'অসম্ভব' যুদ্ধে শূন্য হাতে লড়ে চলেছে, তথাপি আমাদের চুপ করে থাকা যথাযথ নয়। সেজন্যই আমি তার রেখে যাওয়া একটি ভিন্ন মাত্রার অবদান নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।

একজন সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা কিবরিয়ার জীবনের একটি বিশাল অবদান হচ্ছে **প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বে** ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের হাতে কম্পিউটার পৌঁছে দেয়ার জন্য এ প্রযুক্তির ওপর থেকে সম্পূর্ণ শুল্ক ও কর প্রত্যাহার করা। আমি ধারণা করছি, তাকে নিয়ে যখনই আলোচনা করা হবে তখন হয়তো এই প্রসঙ্গটি অনেকেই মনে রাখবেন না।

আমি নিজে কিবরিয়া সাহেবের এই মহৎ কাজের সাক্ষী হিসেবে তার এই অসামান্য কাজের জন্য শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই। আমি মনে করি, এ দেশের একুশ শতকের প্রতিটি মানুষ তার ওই ঐতিহাসিক এবং যুগান্তকারী কাজের জন্য তার কাছে চিরঋণী থাকবে। এই বাংলায় যতদিন কেউ কম্পিউটার চর্চা করবে, ততদিন কিবরিয়া সাহেবকে তাদের স্মরণ করতে হবে।

যদিও আমি অবাক হয়েছি যে বাংলাদেশের কম্পিউটার খাতের সমিতিসমূহ এখনো পর্যন্ত (১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫) কিবরিয়া সাহেবের এ অবদানের কথা স্মরণ করে সংবাদপত্র অফিসে এমনকি একটি শোকবার্তাও পাঠাননি, তবুও আমি মনে করি, দেশের প্রতিটি সচেতন কম্পিউটারপ্রেমী মানুষ তাকে কোনো দিন ভুলবে না।

আমি এ কথা বলব যে আমাদের তাকে ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।

বাংলাদেশে কম্পিউটারের যাত্রা শুরু ১৯৬৪ সালে। তখন থেকেই দেশে কম্পিউটারের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। অতি সীমিত পর্যায়ে হলেও কম্পিউটারকে ঘিরে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও গবেষণায় কম্পিউটারকে

ব্যবহার করা ইত্যাদি কাজের জন্য সাধারণ মানুষের হাতে কম্পিউটার পৌঁছানোর উদ্যোগের কথা বলা হতে থাকে। কম্পিউটার শিল্পের নেতৃত্বদানকারী লোকগুলো তখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি যে কীভাবে সাধারণ মানুষকে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব। আশির দশকের আগে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কম্পিউটারের জন্য সরকারের তেমন কিছু করার ছিল বলেও মনে হয় না। এমনকি আশির দশকের সরকারও এ ব্যাপারে তেমন কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। মরহুম জিয়াউর রহমানের সময়েই বিশ্বব্যাপী কম্পিউটার প্রযুক্তির বিকাশ ব্যাপকতর হতে থাকে। ১৯৭৬ সালে বাজারে আসে বাণিজ্যিক পিসি। ৭৭ থেকে ৮১ পর্যন্ত পিসির জোয়ারে প্লাবন সৃষ্টি হয়। উন্নত বিশ্বে ঘরে ঘরে যেতে থাকে কম্পিউটার। বাংলাদেশেও বেশকিছু আগ্রহী প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার ব্যবসায়ী ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে থাকে। দেশে কম্পিউটার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রথম দেশীয় ব্যাংকিং সফটওয়্যার প্রস্তুত হয়। কিন্তু জিয়া সরকার কম্পিউটার চর্চার ক্ষেত্রে উচ্চ হারে করারোপ করে দেশে কম্পিউটার আসার সব পথ বন্ধ করে দেয়। তার সরকার কম্পিউটারকে অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রীর মতোই একটি বিলাসসামগ্রী হিসেবে গণ্য করে তার ওপর শতকরা একশ ভাগেরও বেশি হারে করারোপ করে। প্রধানত কম্পিউটারের আগমনকে নিরুৎসাহিত করা ছিল তার সরকারের লক্ষ্য। এমনকি কম্পিউটার ব্যবহার করা হলে দেশে বেকারত্ব তৈরি হবে, এমন একটি ধারণাও তখন প্রচলিত ছিল। আমার কাছে মনে হয়েছে যে বিএনপি সরকারি দল হিসেবে–জিয়া কিংবা খালেদা জিয়া, কারো নেতৃত্বেই তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। এবারো এমনকি ৩১ জানুয়ারি ২০০৫-এর মাঝে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ফাইবার অপটিকস কেবল লাইন স্থাপনের কাজটি সরকারের অনুমোদন পায়নি। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ভিওআইপি উন্মুক্তকরণ, হাইটেক পার্ক স্থাপন, কপিরাইট আইন পাস, পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক আইন প্রণয়ন, সাবমেরিন কেবল স্থাপন, ই-গভর্নমেন্ট প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কোনো খাতেই অগ্রগতি নেই।

জিয়ার পর এরশাদ সাহেব ভিসিআর-ভিসিপি আর ফ্যাক্স মেশিনের বৈধতা দিয়ে, অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রীর মতোই কম্পিউটারের ওপর শুল্ক হ্রাস করেন। ধন্যবাদ এরশাদ সাহেবকে। তবে তিনিও কম্পিউটারকে

আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখতে পারেননি। সেই সময় থেকেই আমি এবং আমার কিছু বন্ধুবান্ধব কম্পিউটারকে শুল্কমুক্ত করার উদ্যোগ নিই। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এরশাদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে কম্পিউটারকে শুল্ক ও ভ্যাটমুক্ত করার অনুরোধ জানাই। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে কম্পিউটারের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার করা হলে জাতি উপকৃত হবে। কিন্তু তিনি কম্পিউটারের ওপর থেকে শতকরা ২০ ভাগের চেয়ে বেশি শুল্ক কমাতে রাজি হননি। এমনকি আমি তাকে বিক্রয় কর প্রত্যাহারের দাবি জানালে তিনি তাও করতে রাজি হননি। তার আমলে কম্পিউটারের ওপর আমদানি কর ছিল শতকরা ২০ ভাগ। এর ওপরে আরো শতকরা ২০ ভাগ বিক্রয় কর দিতে হতো। তবুও এটি জিয়াউর রহমানের আমলের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। এরপর ৮৭ সাল থেকে ডিটিপিতে কম্পিউটার এলে সাধারণ মানুষের হাতে কম্পিউটার যেতে থাকে। সংবাদপত্র, সাময়িকী ও প্রকাশনায় ব্যাপকভাবে কম্পিউটার ব্যবহৃত হতে থাকে। আমদানি শুল্ক কম হওয়ায় কম্পিউটারের আমদানিও বাড়তে থাকে। কিছু কিছু সরকারি অফিসে কম্পিউটার কেনার উদ্যোগ নেয়া হয়। গঠিত হয় জাতীয় কম্পিউটার কমিটি ও কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ উপকমিটি। এরপর জাতীয় কম্পিউটার কাউন্সিল গঠনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এরশাদ সাহেবের উদ্যোগও ফলদায়ক হয়নি।

কিন্তু এরশাদের পতনের পর আমাদের প্রত্যাশা আরো বেড়ে যায়। আমরা কামনা করতে থাকি যে নব্বইয়ের গণআন্দোলনে জনগণের সাথে লড়াই করে ক্ষমতায় আসা খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকার দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য অনেক কিছু করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। সেই বেগম খালেদা জিয়ার সরকার তাদের পূর্ববর্তী এরশাদ সরকারের করা কাজের চেয়ে বেশি কিছু করেননি তাদের দুটি শাসনকালে। পুরো জাতি পাঁচ বছর পিছিয়ে যায়। এমনকি ১৯৯২ সালে বিনামূল্যে বাংলাদেশে সাবমেরিন কেবল স্থাপনের যে প্রস্তাব এসেছিল তাকেও তারা প্রত্যাহার করে। বস্তুত খালেদা জিয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় সরকার আইসিটি খাতকে চরম অবহেলায় ফেলে রাখে। আমরা যারা কম্পিউটার খাতে বাংলাদেশের উন্নতি কামনা করেছি তারা চরম হতাশ হয়ে এটি ভেবে নিই যে খালেদা সরকারের আমলে বাংলাদেশে কম্পিউটারের প্রসার ঘটার আর কোনো সম্ভাবনাই নেই। সরকারের সকল পর্যায়ে দেনদরবার করেও আমরা তাদের বোঝাতে পারিনি